ভোরের কাগজ

তারিখ ··· 13 MAR 1998 ··· ···
পৃষ্ঠা ·· ? ·· কলাম ···

বুয়েট স্থাপত্য বিভাগে ভর্তি পদ্ধতি নিয়ে অচলাবস্থা কাটেনি

কমল ঘোষ : গতকাল বৃহস্পতিবার বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষক-ছাত্রদের মধ্যে বৈঠকের পরও ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনকে কেন্দ্র করে সৃষ্ট অচলাবস্থা নিরসন হয়নি। শিক্ষকদের মধ্যে সুস্পষ্ট বিভক্তি সৃষ্টি হয়েছে। ঝগড়া, একে অপরকে দোষারোপ করা এবং তীব্র বিতর্কের মধ্য দিয়ে বৈঠক শেষ হয়েছে। এদিকে বিভাগের ৩৬৫ জন ছাত্রছাত্রী তাদের কোর্স রেজিস্ট্রেশন না করায় তাদের শিক্ষা জীবন থেকে ৬ মাস নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে।

ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনের প্রতিবাদে প্রথমে স্থাপত্য বিভাগের শিক্ষকরা আন্দোলনে নামেন। বিভাগের ২৫ জন শিক্ষকই এ পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনকে অন্যায় মনে করে যুক্ত বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেন। তারা গত ২ ফেব্রুয়ারি থেকে অনির্দিষ্ট কালের জন্য কর্মবিরতি শুরু করেন।

বর্তমানে স্থাপত্য বিভাগের ২৫ জন শিক্ষক ১৭ ও ৮ জনে দুটি ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছেন। ১৭ জনের মধ্যে রয়েছেন সহযোগী অধ্যাপক শামসুল ওয়ারেশ, অধ্যাপিকা সাহেদা রহমান সহ তরুণ শিক্ষকরা। অন্য পক্ষে রয়েছেন বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপিকা খালেদা রশিদ, ডীন অধ্যাপক ফারুক এইউ খানসহ সিনিয়র শিক্ষক শিক্ষিকাবৃন্দ : বিভাগের প্রতিটি শিক্ষকই নীতিগতভাবে ভর্তি পরীক্ষা পদ্ধতি পরিবর্তনের বিপক্ষে হলেও আন্দোলনের ধরন, বর্তমান আন্দোলন চলবে কি চলবে না প্রভৃতি বিষয়ে দ্বিমত পোষণ করেন।

স্থাপত্য বিভাগের ছাত্রছাত্রীদের আহ্বানে তাদের সঙ্গে গতকাল বিভাগীয় শিক্ষক-শিক্ষিকাবৃন্দ এক বৈঠকে বসেন।

বৈঠকে ১৭ জন শিক্ষক আগামী ২৮ মার্চ অনুষ্ঠিত ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবেন না বলে জানান।

বিভাগীয় প্রধান ডীন ও অধ্যাপক মোবাশ্বের আলী ছাত্রদের অনুরোধ করেন, তারা যেন অবিলম্বে কোর্স রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করে। এতে ছাত্ররা 'না' বলে চেঁচিয়ে ওঠেন এর মধ্যেই বিভাগীয় প্রধান ডীনসহ কয়েকজন সিনিয়র শিক্ষক সভাকক্ষ ত্যাগ করতে চাইলে ছাত্ররা তাদের বসিয়ে বাইরে থেকে তালা ঝুলিয়ে দেয়।

এ ব্যাপারে বুয়েট উপাচার্যের সঙ্গে যোগাযোগ করলে তিনি জানান, শিক্ষামন্ত্রীর সামনে শিক্ষকদের সঙ্গে সমঝোতা হয়েছে। আমি আশা করবো স্থাপত্য বিভাগের ছাত্রছাত্রীরা অবিলম্বে তাদের কোর্স রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করবে।